রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় যৌথ মানবিক সাড়াদান

কক্সবাজার | ৩১ মার্চ ২০২১

ISCG | Inter Sector Coordination Group

২০২১ সালের মার্চ মাসের ২২ তারিখ বিকালে কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

আগুন দ্রুত সময়ের মধ্যে ক্যাম্প#০৮ পূর্ব, ০৮ পশ্চিম ও ক্যাম্প#৯-এ ছড়িয়ে পড়ে যা শরণার্থীদের আশ্রয়ণ ও জিনিসপত্রের পাশাপাশি ক্যাম্পের হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র ও নারী-বান্ধব কেন্দ্রগুলোর মত প্রয়োজনীয় স্থাপনাগুলো পুড়িয়ে দেয়।

বাংলাদেশ সরকার ও মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদেরকে সহযোগিতা করছে এবং আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সেবাসমূহ পুনরায় চালু করতে সাহায্য করছে।

ছবি: আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্প থেকে ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করা হচ্ছে।
© ওয়ার্ল্ড ভিশন/ মোহাম্মদ নওশাদ আকরাম/ মার্চ ২০২১

বিশেষ তথ্য

৩
ক্যাম্প ক্ষতিগ্রস্ত

১০,১০০
পরিবার আশ্রয়ন সংকটে

৪৮,৩০০
জন সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত

সাইট ব্যবস্থাপনার প্রধান তথ্যদাতাদের তথ্য অনুসারে ক্যাম্প অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি*

৬,৭৭৪	১৩,৪৯৩	২৮,০০০
ক্যাম্প#০৮পূর্ব	ক্যাম্প#০৮ পশ্চিম	ক্যাম্প#০৯

ক্যাম্পে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আনুমানিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হার *(ইউএনএইচসিআরের ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসের তথ্য অনুসারে)*

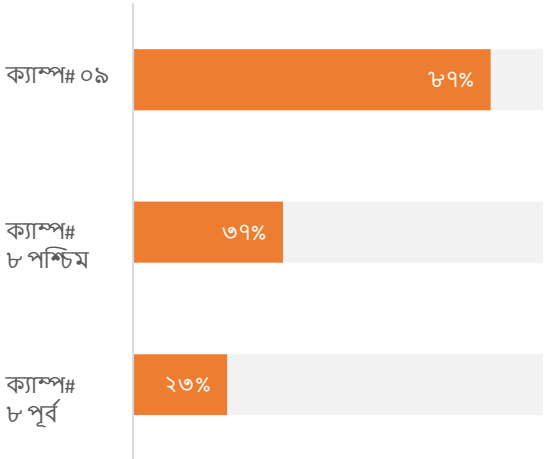

মানবিক সাড়াদানের প্রধান উদ্দেশ্য

১ সহায়তা করা

অগ্নিকান্ডের ফলে তাৎক্ষণিক, জীবন রক্ষাকারী চাহিদা থাকা অসহায় ব্যক্তিদের।

২ পুনরায় নির্মান

ও মেরামত করা; সেগুলো যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যাতে অসহায় মানুষের জন্য মৌলিক সেবা পুনরায় চালু করা

৩ প্রস্তুতি নেওয়া

এবং ক্যাম্পগুলোতে অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থা উন্নত করা।

** প্রধান তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার: যেখানে দুর্যোগের প্রভাব এবং সম্প্রদায়ের অগ্রাধিকারমূলক চাহিদা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা থাকা একজন ব্যক্তিকে – সাধারণত একজন স্থানীয় নেতা; যিনি বেসামরিক, সরকারি বা ধর্মীয় ব্যক্তি হতে পারেন – প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।*

সাড়াদানের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ

সাইট ব্যবস্থাপনা ও সাইট উন্নয়ন সেক্টর

সেক্টর সমন্বয়ক: কেরি ম্যাকব্রুম
smcxb.coord@gmail.com

- এই ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনার পর একটি যৌথ চাহিদা মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে দেখা যায় যে ১০,১০০ টি পরিবারের আশ্রয়ণ নেই এবং এই অগ্নিকান্ডের ফলে ৪৮,৩০০ জন ব্যক্তি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।
- সাইট ব্যবস্থাপনা ও সাইট উন্নয়নে বিশেষায়িত সংস্থাগুলো বিভিন্ন ক্যাম্পে নিয়মিত ভাবে পরিবর্তিত হতে থাকা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এবং আক্রান্তদের অন্যান্যক্যাম্পগুলোতে স্থানান্তরের কাজাট পরিচালনা করে। বর্তমানে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পগুলোর ১৫,০০০ মানুষ তাঁদের নিজস্ব ক্যাম্পের বাইরে থাকছেন। সেই সাথে মাঠপর্যায়ের টিমগুলোর পর্যবেক্ষণ নির্দেশ করে যে আশ্রয়ণের উপকরণ বিতরণের পর ৩০,০০০ জনেরও বেশী মানুষ তাদের নিজস্ব শিবিরে ফিরে গিয়েছেন।
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পগুলোতে এবং গুরুত্বপূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/লজিস্টিক্স সাইটে মোট ১৮ টি ডাম্প ট্রাক (৫ টন ক্ষমতার), ৩ টি খননকারী যন্ত্র, ১ টি স্কিড লোডার, ২ টি ফ্ল্যাটবেড, ১ টি বুলডোজার, ১ টি এইচআইএবি ট্রাক ও একটি '১০টি' ক্রেন কাজ করছে।
- ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কারে সহযোগিতা করতে ২,৭৯৫ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে এবং তাঁরা ত্রাণ বিতরণের স্থান থেকে উপকরণসমূহ শরণার্থীদের অস্থায়ী নিবাসে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে।
- সাইট ব্যবস্থাপনা ও সাইট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সেবা প্রদানে ঘাটতি সনাক্ত ও সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্রুত সেবা পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।
- অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পগুলোকে পুনরায় গড়ে তুলতে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সম্প্রদায়কে একত্রিত করার জন্য অধিক-নিরাপদভাবে-পুনরায়-নির্মাণ কৌশল তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ফায়ারব্রেক ও প্রবেশ, সুযোগ-সুবিধাগুলো ঢেলে সাজানো, ভূমিধ্বসের ঝুঁকি মোকাবেলা ও ঢালু এলাকাগুলো টেকসই করা এবং পুনরায় আশ্রয়ণ নির্মাণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রয়েছে।

স্বাস্থ্য সেক্টর

সেক্টর সমন্বয়ক: ড. এগমন্ড এভার্স
coord_cxb@who.int

- এই অগ্নিকান্ডে এগারো জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সরকারি কর্তৃপক্ষ। এই দুর্ঘটনায় আহত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের অবস্থা গুরুতর নয়, কিন্তু অতিমাত্রায় পুড়ে যাওয়া রোগীও রয়েছেন। কিছু গুরুতর কেইস কক্সবাজারের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালে ও সাব ডিস্ট্রিক্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে রেফার করা হয়েছে এবং সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে।
- যেদিন অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে ওইদিন রাত থেকে আহত ও অসুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করতে অগ্নিকান্ডে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ক্যাম্পগুলোতে এবং যেসকল ক্যাম্পের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায় সেসকল ক্যাম্পে স্বাস্থ্য বিষয়ক অংশীদারদের মোবাইল মেডিকেল টিম নিয়োজিত করা হয়। এধরণের মোট পাঁচটি মোবাইল মেডিকেল টিম নিয়োজিত ছিল।
- ছয়টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে যায়: একটি বিশেষায়িত ক্লিনিক, একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (পিএইচসি) এবং একটি হেলথ পোস্ট (এইচপি)। আরও একটি পিএইচসি ও এইচপি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- সেই সাথে ক্যাম্পগুলোর জন্য রেফারাল কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একটি সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র (তুর্কি ফিল্ড হাসপাতাল) ধ্বংস হয়ে যায়। তখন থেকে সীমিত পরিসরে হলেও সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র পুনরায় স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া শুরু করে। এই কেন্দ্রটি পুনর্নির্মাণের আলোচনা চলছে এবং স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক অধিকাংশ কেন্দ্রগুলো খুব শীঘ্রই পুনরায় চালু হবে বলে আশা করা যায়।
- ক্ষতিগ্রস্ত রোহিঙ্গা শরণার্থী ও সম্মুখসারির কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা ও মনোসামাজিক সেবা দিতে অগ্নিকান্ডের পরের দিন ক্যাম্পগুলোতে ৩০০ জনেরও বেশি কর্মী নিয়োজিত করা হয়। প্রথম কয়েক দিনে ৯,৫০০ জনেরও বেশি মানুষকে প্রাথমিক মানসিক চিকিৎসা দেওয়া হয় যাতে পরবর্তীতে মানসিক আঘাতের সম্ভাবনা কমানো যায়। যেসকল স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো আগে থেকেই মানসিক স্বাস্থ্য সেবা ও মনোঃসামাজিক সেবা প্রদান করে আসছিল সেগুলোর সাথে এই বিষয়টি যুক্ত হয়ে সার্বিকভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে।
- মানসিক স্বাস্থ্য সেবা ও মনোঃসামাজিক সেবা প্রদানকারী অংশীদাররা বলেছেন যে অনেকের মধ্যেই উচ্চমাত্রায় উদ্বেগ ও ভয় দেখা যাচ্ছে, কারণ এই অগ্নিকান্ড তাদেরকে অতীতে ঘটে যাওয়া একই ধরণের ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তথ্যমতে, প্রত্যাবাসন নিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে ভয় রয়েছে এবং তাদেরকে জোরপূর্বক স্থানান্তরের কথা জানা গিয়েছে। সেই সাথে রয়েছে নিত্যব্যবহার্য জিনিস হারানোর কষ্ট, একটি সম্প্রদায়ের অংশ হওয়ার বোধ হারিয়ে ফেলা এবং পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। যেসকল সম্মুখসারির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীকে আগেই মেন্টাল হেলথ গ্যাপ অ্যাকশন প্রোগ্রামের (এমএইচজিএপি) উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তারা ক্যাম্পের পিএইচসি কেন্দ্রে আসা রোগীদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দিয়েছে। মনোঃসামাজিক সহযোগিতা প্রদানে প্রশিক্ষিত সুরক্ষা টিমও প্রাথমিক সহযোগিতা প্রদান করেছে।
- এছাড়া সংস্থাগুলো অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত কেন্দ্রগুলোতে তাঁবু, চিকিৎসা সামগ্রী ও সরঞ্জামাদী প্রদান করে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে অস্থায়ীভাবে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যায়। এর মধ্যে ছিল তাৎক্ষণিকভাবে কমপক্ষে ১০টি আন্তঃএজেন্সী জরুরি স্বাস্থ্য কিট (আইইএইচকে) এবং ঔষধ ও জীবাণুনাশক সহ তিনটি ট্রমা ও জরুরী অস্ত্রোপচার কিট (টিইএসকে) সরবরাহ। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ডব্লিউএইচও-এর জরুরি মজুদ থেকে ঔষধ সহ আরও ১৪ টি আইইএইচকে, সম্পূরক ঔষধসহ ১২ টি আইইএইচকে, ক্ষতস্থান সেলাইয়ের সুতা, ইনজেকশন ও ড্রেসিংয়ের উপকরণ সহ ২৩ টি টিইএসকে এবং ১৮টি জরুরি প্রজনন স্বাস্থ্য (ইআরএইচ) কিট প্রদান করা হয়।

- প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "মোবাইল মেডিকেল টিমের জন্য গণহারে ক্ষতিসাধনকারী দুর্ঘটনায় (এমসিআই) পুড়ে যাওয়া রোগীদের জরুরীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা" এবং "গুরুতরভাবে পুড়ে যাওয়া রোগীর জরুরি রিসাসিটেশন সেবা, স্ট্যাবিলাইজেশন ও প্যাকেজিং" বিষয়ে দুটি ওয়েবইনারের আয়োজন করা হয়। অস্ট্রেলিয়ান মেডিকেল সহায়তা টিমের (অসম্যাটস্) আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা এই প্রশিক্ষণসমূহ পরিচালনা করেন এবং কক্সবাজারের এমএমটি এবং প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত ১৩০ জনের অধিক পেশাদার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এতে অংশগ্রহণ করে।

- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ এবং কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ সহ অন্যান্য অংশীদারদের সহযোগিতায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বার্ন কেয়ারের জন্য প্রতি সপ্তাহে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ১২৫ জনেরও বেশি স্বাস্থ্যকর্মীকে এই প্রশিক্ষণগুলো প্রদান করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ছবি: অগ্নিকান্ডের ঘটনায় সাড়াদানে সহযোগিতা করতে ট্রমা কিট প্রদান করা হচ্ছে © ডব্লিউএইচও/ তাতিয়ানা আলমেইদা/ মার্চ ২০২১

- অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছয়টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মধ্যে চারটি অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পগুলোর জন্য কোভিড-১৯ টিকাদান কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচিত ছিল। অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে শিশু ও মায়েদের টিকাদানের তথ্যসহ দাপ্তরিক চিকিৎসা বিষয়ক তথ্য ও অন্যান্য নথিপত্র সংরক্ষিত ছিল, যা আগুনে পুড়ে যায়। স্বাস্থ্য সেক্টরের অংশীদাররা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচীর প্রস্তুতির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করা অব্যাহত রেখেছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই কর্মসূচী শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- কমিউনিকেশন উইথ কমিউনিটি ওয়ার্কিং গ্রুপের (সিডব্লিউসি ডব্লিউজি) অধীনে ঝুঁকি জানানো ও কমিউনিটির সম্পৃক্তকরণ ওয়ার্কিং গ্রুপের (আরসিসিই ডব্লিউজি) সমন্বয়ে অগ্নিকান্ড মোকাবেলায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, পুড়ে যাওয়া ক্ষতস্থানের ব্যবস্থাপনা এবং পরিষ্কার করার সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বিষয়ক জনস্বাস্থ্য বার্তা তৈরি করা হয়েছে। অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটার সাথে সাথে জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসা ও রেফারাল সেবা দেওয়ার জন্য ৩০০ জনেরও বেশি কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োজিত করা হয়। এসকল কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় সাড়াদানের জন্য আগেই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল। এই অগ্নিকান্ডের ঘটনার পর এসকল কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রয়োজনীয় জনস্বাস্থ্য বার্তা প্রদান করা শুরু করেন।

খাদ্যনিরাপত্তা সেক্টর

সেক্টর সমন্বয়ক: মার্টিনা ইয়ানিজোটো
martina.iannizzotto@wfp.org

- খাদ্যনিরাপত্তার জন্য বিশেষায়িত সংস্থাগুলো অগ্নিকান্ডের ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে তাৎক্ষণিকভাবে এগিয়ে আসে।
  - অগ্নিকান্ডের ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে ১৫,০০০ পরিবারকে উচ্চ-শক্তি বিস্কুট প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবার ১০০ প্যাকেট বিস্কুটের একটি করে কার্টুন পায়।
  - ২২শে মার্চ থেকে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে ৮,০০,০০০ এরও বেশি রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয়। দুপুর ও রাতের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে প্রোটিন, শর্করা ও ভিটামিনের পুষ্টি সমৃদ্ধ রান্না করা খাবার দেওয়া হয় ।
  - এলপিজি সিলিন্ডার ও রান্নার সরঞ্জাম সরবরাহ করার পূর্ব পর্যন্ত এবং যতদিন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোতে রান্না করার পরিস্থিতি তৈরি না হবে ততদিন পর্যন্ত রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হবে। জ্বালানি কাঠের চাহিদা কমাতে ও বন উজাড় করা প্রতিরোধে এই উপকরণসমূহ পুনরায় সরবরাহ করা প্রয়োজন।
  - ক্যাম্পগুলোতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সদ্য রান্না করা খাবার বিতরণের জন্য পাঁচটি (পরিকল্পিত নয়টির মধ্যে) রান্নাঘর এর মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।
  - দুটি সংস্থা অসহায় পরিবার ও শিশু-বান্ধব অস্থায়ী নিরাপদ স্থানের মত প্রতিষ্ঠানে ৯,০০০ প্যাকেট শুকনো রেশন সামগ্রী বিতরণ করেছে।

- সাড়াদান কার্যক্রম যেন কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় তা নিশ্চিত করতে খাদ্যনিরাপত্তা সেক্টরের অংশীদাররা সহযোগিতা করছে। সংস্থাগুলোর জরুরি খাদ্য বিষয়ক সাড়াদান আরও কার্যকর করতে একটি নির্দেশিকা তৈরি করেছে, যেখানে অংশীদারদের কভারেজ নিরূপণ করতে এবং ঘাটতি, উপস্থিতি, বিতরণের স্থান ও সক্ষমতা নির্ধারণ করতে একটি রেসপন্স ট্র্যাকার রয়েছে।

- এই অগ্নিকান্ডের ঘটনায় একটি সাধারণ খাদ্য বিতরণ (জিএফডি) সাইট পুড়ে যায়।

- যেহেতু অগ্নিকান্ডের ঘটনায় অনেক মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হারিয়েছে তাই ক্যাম্প ৯ এবং ৮পশ্চিমের সকলের জন্য স্কোপ কার্ড মুদ্রণ করা হচ্ছে। এই কার্ডগুলো বিতরণ করা হচ্ছে এনএফআই বিতরণের স্থানগুলোতে, যেখানে সুবিধাভোগীরা রান্নার সরঞ্জাম, পরিচ্ছন্নতা কিট, ফেসমাস্ক ও ডিগনিটি কিটও পান। এখন পর্যন্ত ৩,২১৪ টি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

ছবি: রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবারের মধ্যে ৭ দিন চলার মত যথেষ্ট পরিমাণে উচ্চ-শক্তি বিস্কুট দেওয়া হয়। © ডব্লিউএফপি/ সৈয়দ আসিফ মাহমুদ/ মার্চ ২০২১

- বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়া সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া ২,০০০ টিরও বেশি পরিবারকে একবার করে ইন-কাইন্ড রেশন (চাল, ডাল ও তেল) দেওয়া হয়েছে। এই পরিবারগুলো ১লা এপ্রিল থেকে নিয়মিত ই-ভাউচার কার্যক্রমে ফিরে গিয়েছেন।

- অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ১২০ টিরও বেশি পরিবারকে ২৬শে মার্চ ইন-কাইন্ড রেশন (উচ্চ-শক্তি বিস্কুট, বুটের ডাল, তেল ও চাল) প্রদান করা হয়। এসকল পরিবারের চাহিদার একটি মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- ইতিমধ্যে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পগুলোর একটি যৌথ পরিবেশগত মূল্যায়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যা সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এই মূল্যায়নের লক্ষ্য হল পরিবেশের উপর সাম্প্রতিক এই অগ্নিকান্ডের প্রভাব এবং পরিবেশ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রমাণ-ভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করতে প্রয়োজনীয় ডেটা সরবরাহ করা।

পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা (ওয়াশ) সেক্টর

সেক্টর সমন্বয়কগণ: ডেমিয়েন সিল : dseal@unicef.org
আসিফ আরাফাত: washsecco-cox@bd-actionagainsthunger.org

- আনুমানিক ৪,০০০ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা অবকাঠামোর উপকরণ ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে; বিশেষ করে ক্যাম্প#৯-এ। এগুলো মেরামতের আনুমানিক খরচ প্রায় $৫৫ লাখ।

অবকাঠামোর অবস্থা	মোট ক্ষতি							
	টিউবওয়েল	ল্যাট্রিন	গোসলখানা	ট্যাপ স্ট্যান্ড	পানির নেটওয়ার্ক	এফএসএম	কঠিন বর্জ্য	পাঁক পরিবহন ট্যাংক
মোট: আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত	১,২৫৪	৯৯৬	৩৬২	১৩৩	৩	৫	৯	৯
মোট: ধ্বংসপ্রাপ্ত	৯৪	৮০৭	২৭২	৫০	১১	৪	৯	৯
মোট: ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত	**১,৩৬৩**	**১,৮০৩**	**৬৩৪**	**১৬৭**	**১৪**	**৯**	**১৮**	**১৮**
ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর শতকরা হার	**৩৯%**	**৪৬.৬%**	**৪৪.৩%**			**৫৩.৩%**		

- পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতায় বিশেষায়িত সংস্থাগুলো অগ্নিকান্ডের ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে সাড়াদানে এগিয়ে এসেছে। তারা পানি এবং সেই সাথে ক্যাম্পগুলোতে অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে। প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা পুনর্বহাল করতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেরামত কাজ শুরু হয়েছে।

- হাত পাম্প ও গভীর নলকূপের অভ্যন্তরীণ মেরামত করা হয়েছে এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ করতে পানি ধরে রাখার স্থানের বিকল্প হিসাবে অস্থায়ী পানির ট্যাংক ও ব্লাডার ব্যবহার করা হয়েছে।

- বাঁশের খুঁটি ও বেড়া দিয়ে ল্যাট্রিন ও গোসলখানাগুলো অস্থায়ীভাবে মেরামত করা হয়েছে, যা ন্যূনতম মর্যাদার মানদন্ড প্রদান করে। ৭৫% ল্যাট্রিন অস্থায়ীভাবে মেরামত করা হয়েছে; যেখানে সম্পূরক হিসাবে ৩০০ টি জরুরি ল্যাট্রিন রয়েছে। ৮৪% গোসলখানা মেরামত করা হয়েছে; যেখানে সম্পূরক হিসাবে ১৪৩ টি জরুরি অবকাঠামো রয়েছে।

- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সকল পরিবার সাবান সহ জরুরি পরিচ্ছন্নতা কিট পেয়েছে। অগ্নিকান্ডের ঘটনার অল্প সময়ের মধ্যেই গণহারে বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৭,০০০ পরিবারকে পানির ড্রাম সহ ১০ লাখেরও বেশি পানি বিশুদ্ধিকরণ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে। গণহারে বিতরণের কারণে একই ব্যক্তি একাধিক বার এগুলো পেয়ে থাকতে পারে।

- পানির নেটওয়ার্কের ৫০% কর্মক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু কার্যকর এবং অকার্যকর সিস্টেমে এখনও বড় ধরণের মেরামতের প্রয়োজন রয়েছে।

- ল্যাট্রিনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিকল্প শোধনের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রায় ১,০০০ ঘনমিটার বর্জ্য ভাগাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ছবি: অগ্নিকান্ডের ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে পানি বিতরণ করা হচ্ছে। © অক্সফ্যাম/ এনামুল হক/ মার্চ ২০২১

- অগ্নিকান্ডের ঘটনায় একেবারেই পুড়ে যাওয়া ক্যাম্প#৯-এর পয়ঃবর্জ্য শোধনাগার সম্পূর্ণরূপে পুনর্নির্মাণ করতে হবে।

আশ্রয়ণ ও নন-ফুড আইটেম (এনএফআই) সেক্টর

সেক্টর সমন্বয়ক: ক্যারোলিনা ব্র্যাচ sheltercxb.coord@gmail.com
সহ-সমন্বয়ক: এ.জে.এম. মাজহারুল ইসলাম sheltercxb.coord1@gmail.com

- ক্ষতিগ্রস্ত সকল এলাকায় প্রথম পর্যায়ের জরুরি আশ্রয়ণ/এনএফআই কিট বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি কিটে দুটি ত্রিপল, এক গোছা দড়ি, তিনটি মুলি (বাঁশ), দুটি মাদুর, দুটি কম্বল, তিনটি ফেসমাস্ক, দুটি মশারী, একটি সৌরবাতি ও তিনটি বালির বস্তা/পাটের বস্তা ছিল। ১১,৯০৭ টি রোহিঙ্গা পরিবার এবং ১৪৪ টি স্থানীয় পরিবার এসকল সামগ্রী পেয়েছে।

- রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির (বিডিআরসিএস) মাধ্যমে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের (আরআরআরসি) কার্যালয় থেকে ৮০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবারকে তাঁবু প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ক্যাম্প#৯-এ ৬০০ টি এবং ক্যাম্প#৮পশ্চিম-এ ২০০ টি তাবু দেওয়া হয় ।

- অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১০,১০০ টিরও বেশি পরিবারকে আশ্রয়ণ সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক তাৎক্ষণিক যৌথ মূল্যায়নে দেখা গিয়েছে অগ্নিকান্ডের ফলে ১০,১০০ টি পরিবার আশ্রয়ণ হারিয়েছেন।

- বর্তমানে কাপ, টেবিল চামচ, কাঁটা চামচ, প্লেটের মত মরিচারোধক ইস্পাত সামগ্রী থাকা রান্নাঘরের সরঞ্জামের সেট বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এখন পর্যন্ত ১,১২১ টি রান্নাঘরের সরঞ্জামের সেট বিতরণ করা হয়েছে।

- বিতরণ কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই পর্যায়ে যেসকল পরিবারের আশ্রয়ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তাদেরকে জরুরি আশ্রয়ণ প্যাকেজ দেওয়া হবে। বিতরণ কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো যাতে তাদের প্রয়োজনীয় মৌলিক সামগ্রী দিয়ে নিজেদের মত করে আশ্রয় তৈরি করে নিতে পারে সেই উপকরণগুলো তাদেরকে প্রদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিতরণের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও মজবুত আশ্রয় তৈরির জন্য আশ্রয়ণ উপকরণ প্রদান করা হবে। একই সাথে, বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পগুলোর জন্য আশ্রয়ণের একটি সম্ভাব্য নকশা তৈরি করার আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এই নকশাটি চূড়ান্ত হলে আশ্রয়ণের জন্য একটি সুসঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতি নিশ্চিত করতে বিতরণ কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকা আশ্রয়ণের সামগ্রী পুনরায় বিবেচনা করা হবে।

ছবি: অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত শরণার্থীদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয় © আইওএম/ মাশরিফ আবদুল্লাহ/ মার্চ ২০২১

- আশ্রয়ণ সহায়তা আরআরআরসি কার্যালয়ের সমন্বয়ে এসএমএসডি সেক্টরের তৈরি করা সাইট পরিকল্পনা অনুসরণ করবে।

- বিতরণ কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো এলপিজি সিলিন্ডারও পাবে এবং সেই সাথে তারা স্কোপ কার্ড পাবে। এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবারগুলোর মধ্যে ৪৩০ টি স্কোপ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

- বেশিরভাগ রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবার তাদের কিছু অথবা সকল সহায়-সম্বল হারিয়েছে এবং একারণে তাদের পোশাকের প্রয়োজন। যেসকল সামগ্রীর চাহিদা রয়েছে তা শনাক্ত করতে এবং বিতরণ কার্যক্রম সঙ্গতিপূর্ণ করতে ত্রাণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর জন্য এনএফআই অংশীদাররা একটি নির্দেশিকা তৈরি করেছে।

- যেসকল পরিবারের জন্ম সনদ ও পরিচিতিমূলক কাগজের মত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অগ্নিকান্ডের ফলে হারিয়ে গিয়েছে বা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেসকল পরিবারকে শনাক্ত করতে সংস্থাগুলো কাজ শুরু করতে যাচ্ছে।

সুরক্ষা সেক্টর

সেক্টর সমন্বয়ক: লরেঞ্জো লিওনেলি leonelli@unhcr.org
শিশু সুরক্ষা সাব-সেক্টর: ক্রিসি হায়েস krhayes@unicef.org
জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা সাব-সেক্টর: চাচা মাইসোরি chacha@unfpa.org

- অগ্নিকান্ডে ধ্বংস হয়ে যাওয়া শরণার্থীদের পরিচিতিমূলক কাগজপত্র পুনরায় তৈরি করে দিতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পগুলোর বিতরণ পয়েন্টগুলোতে ৩১শে মার্চ থেকে নিবন্ধনকারী টিম নিয়োজিত করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পগুলোতে থাকা শরণার্থীরা এবং সেই সাথে যারা পার্শ্ববর্তী ক্যাম্পগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে তারা সবাই যেন নতুন কাগজ পায় তা নিশ্চিত করতে ত্রাণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো কমিউনিটি জনসংযোগ কৌশল ব্যবহার করে একসাথে কাজ করছে। ইতিমধ্যে পরিবার নিশ্চিতকরণ কাগজ পেয়েছে ৪৪২ টি পরিবার, যেখানে প্রায় ২,০০০ শরণার্থী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- অগ্নিকান্ডের শুরু থেকে সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট এবং সুরক্ষা, শিশু সুরক্ষা ও জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও এতে সাড়াদান নিয়ে কাজ করা কর্মী ও শরণার্থী স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে গঠিত সুরক্ষায় জরুরি সাড়াদান ইউনিট (পিইআরইউ) মেডিকেল রেফারাল ও প্রাথমিক মানসিক চিকিৎসা দিয়েছে এবং আলাদা হয়ে যাওয়া পরিবারগুলোকে একত্রিত করতে সহায়তা করেছে। কমিউনিটি জনসংযোগ সদস্য সহ শরণার্থী স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ সক্রিয়ভাবে ও নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সাহায্য করেছে। ২৮ টি বহুমুখী কেন্দ্র নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে শিশু সুরক্ষা হেল্প ডেস্ক ছিল।

- আলাদা হয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের খুঁজে বের করতে ও একত্রিত করতে, মনোসামাজিক সহযোগিতা দিতে, প্রাথমিক মানসিক চিকিৎসা দিতে এবং অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত শরণার্থীদের সহায়তা করতে ক্যাম্প#৯-এর জন্য সুরক্ষা অংশীদার কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি মোবাইল সুরক্ষা টিম গঠন করা হয়। একই সাথে অন্যান্য অনেক সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ ক্যাম্প#৯-এ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করছে।

- ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স (আইভিআর) পদ্ধতি ব্যবহার করে ৫,০০০ জনেরও বেশি শরণার্থীর কাছে বর্তমানে থাকা সহযোগিতা সেবা, অগ্নি নিরাপত্তা, নিবন্ধন, পরিবারের সদস্যদের আলাদা হয়ে যাওয়া, সুরক্ষা ঝুঁকি প্রশমন (শিশু সুরক্ষা, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং যৌন

সহিংসতা ও নির্যাতন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) বিষয়ক সমন্বিত বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। এই তথ্য প্রচারাভিযানও চালানো হয়েছে অংশীদার, শরণার্থী স্বেচ্ছাসেবী এবং ইমাম ও কমিউনিটি-ভিত্তিক সংস্থার সদস্যদের মত শরণার্থী নেতাদের মাধ্যমে।

- প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু ও গর্ভবতী নারীদের জন্য প্রাথমিক মানসিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে মাঠপর্যায়ের টিমগুলোও কাজ করেছে। বয়স ও অক্ষমতা ওয়ার্কিং গ্রুপ অংশীদাররা ৯৬৭ জন শরণার্থীকে মনোসামাজিক সহায়তা ও প্রাথমিক মানসিক চিকিৎসা দিয়েছে এবং ২১৬ জন আগুনে পুড়ে যাওয়া ও প্রতিবন্ধী (২১৬ জনের মধ্যে ৭৪ জন) শরণার্থীর জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১৫৭ জন শরণার্থীকে অন্যান্য সেবা প্রদানকারীর কাছে রেফার করা হয়েছে।

- কিছু মোবাইল ইউনিট দ্রুততার সাথে প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক শরণার্থীদের চাহিদা মূল্যায়ন করছে। প্রয়োজন রয়েছে এমন শরণার্থীদের মধ্যে ১২৭ টি সাহায্যকারী ডিভাইস বিতরণ করা হয়েছে।

শিশু সুরক্ষা সাব-সেক্টর (সিপিএসএস)

- প্রাথমিকভাবে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের সংখ্যা ব্যাপক হওয়ায় তাদের খুঁজে বের করা ও একত্রিত করার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অগ্নিকান্ডের ঘটনার পরপরই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শিশুদেরকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় প্রদান করা হয় (অগ্নিকান্ডের পরের দিন সকাল পর্যন্ত)।

- সাড়াদান কার্যক্রম শুরুর করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে শিশু সুরক্ষা অংশীদারদের মাধ্যমে ৬০০-রও বেশি শিশুকে তাদের পরিবারের সাথে একত্রিত করা হয়। প্রাথমিকভাবে দ্রুত একত্রিতকরণ ও কমিউনিটির যাচাইকরণের মাধ্যমে এই কাজটি করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে একত্রিতকরণ নিশ্চিত করা।

শিশু-বান্ধব স্থান নির্মাণ করা হয় © ইউএনএইচসিআর/ লরেঞ্জো লিওনেলি/ মার্চ ২০২১

- শিশু সুরক্ষায় বিশেষায়িত অংশীদাররা আরও জোরদারভাবে পরীক্ষা ও যাচাইয়ের মাধ্যমে পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া ও একাকী শিশুদের শনাক্ত ও পরিবারের সাথে একত্রিত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র পরিবার একত্রিতকরণের জন্য হেল্প ডেস্ক বসানো হয়েছে।

- শিশুরা ক্যাম্পগুলোর কোথায় হাড়িয়েছে তা বুঝতে শিশু সুরক্ষা মোবাইল টিম একটি সাধারণ মূল্যায়ন কার্যক্রমও পরিচালনা করে, যা একত্রিতকরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে সহযোগিতা করে। কোনো শিশুকে পরিবারের সাথে একত্রিত করা না গেলে বিকল্প দেখাশোনার লোকের ব্যবস্থা রয়েছে।

- অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্প ও যেসকল ক্যাম্পে মানুষ স্থানান্তরিত হয়েছে সেসকল ক্যাম্পে দ্রুততার সাথে অস্থায়ী কেন্দ্র নির্মাণ করে বা মোবাইল সেবার মাধ্যমে শিশুদের জন্য মনোসামাজিক সহযোগিতা ও মনোসামাজিক প্রাথমিক চিকিৎসাকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই সংকটের মধ্যেও শিশুদেরকে স্বাভাবিক রাখতে, শোষণের ঝুঁকি প্রশমন করতে ও প্রাথমিক মনোসামাজিক সহযোগিতা দিতে ৪৮ টি অস্থায়ী (স্থির ও মোবাইল) শিশু-বান্ধব স্থান তৈরি করা হয়।
- অস্থায়ী শিশু-বান্ধব স্থানগুলোতে শিশুদেরকে সাধারণ নাস্তা ও পানি দিতে শিশু সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ খাদ্য সুরক্ষা অংশীদারদের সাথেও কাজ করছে।

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা সাব-সেক্টর (জিবিভিএসএস)

- জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও এতে সাড়াদান বিষয়ে কাজ করা যেসকল ক্যাম্প ফোকাল পারসনদের পিইআরইউ টিমে যুক্ত করা হয়েছে তাদেরকে সাড়াদানে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। তারা নিকটবর্তী ক্যাম্পে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পগুলোতে নির্মিত অস্থায়ী সেবা পয়েন্টগুলোতে বাস্তুচ্যুত হওয়া পরিবারগুলোকে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা থেকে সুরক্ষা সম্পর্কিত বার্তা প্রদান করছে এবং বিকল্প নারী-বান্ধব স্থানে রেফারাল প্রদান করছে।

- জরুরি প্রাথমিক মানসিক চিকিৎসা ও মনোঃসামাজিক সহযোগিতা, কেইস ব্যবস্থাপনা সেবা এবং ডিগনিটি কিট বিতরণের জন্য জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও এতে সাড়াদান বিষয়ে কাজ করা জেন্ডার কর্তৃপক্ষ ১০ টি অস্থায়ী তাঁবু নির্মাণ করেছে। ক্যাম্প#৯-এ পুড়ে যাওয়া নারী-বান্ধব স্থান এবং ক্যাম্প#৮পূর্ব-এর নারী-নেতৃত্বাধীন কমিউনিটি সেন্টারের জায়গায় এই তাঁবুগুলো নির্মাণ করা হয়েছে।

- জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও এতে সাড়াদান বিষয়ে কাজ করা সাহায্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সাড়াদান পয়েন্টে ডিগনিটি কিট বিতরণ করা শুরু করেছে। অস্থায়ী আশ্রয়ের সেবা পয়েন্টেও এই কার্যক্রম চলছে। এখন পর্যন্ত ২০,০৩৮ টি কিটের ৫,৮৩৭ টি বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষা সেক্টর

সেক্টর সমন্বয়কগণ: শর্মিলা পিল্লাই edusector.cxb@humanitarianresponse.info
রাল্ফ জিরেভা lcfa.cxb@humanitarianresponse.info

- **শিক্ষা অংশীদারদের ধারণা অনুযায়ী এই অগ্নিকান্ডে ১৪,০৬৬ টিরও বেশি শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ক্যাম্পগুলোতে থাকা মোট ১৭৬ টি শিক্ষাকেন্দ্র আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ধ্বংস হয়ে যায়। এর মধ্যে রয়েছে:**
  - **শিক্ষা কেন্দ্র**
  - **কমিউনিটি-ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র**
  - **ক্রস-সেক্টরাল যৌথ শিক্ষাকেন্দ্র**

- **অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবারগুলোর জন্য জরুরি আশ্রয়ণ হিসাবে বর্তমানে ৬৬ টি শিক্ষাকেন্দ্র ব্যবহৃত হচ্ছে।**

পুষ্টি সেক্টর

সেক্টর সমন্বয়ক: বাখদির রহিমভ
brahimov@unicef.org

- অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ক্যাম্প#৮পূর্ব এবং ক্যাম্প#৯-এ একটি করে সমন্বিত পুষ্টি কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে এই দুটি ক্যাম্পে তিনটি অস্থায়ী সমন্বিত পুষ্টি কেন্দ্র কার্যকর রয়েছে।

- অগ্নিকান্ডের ঘটনার পর পুষ্টি সেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত সকল শিশু এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীদের সমন্বিত পুষ্টি কেন্দ্রে থাকর ব্যবস্থা করেছেন, কারণ তারা অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকতে পারেন। অপুষ্টি শনাক্তকরণের জন্য তাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুসারে পুষ্টি কার্যক্রমে রেফার করা হচ্ছে: (ক) সিভিয়ার একিউট ম্যালনিউট্রিশনের জন্য আউটপেশেন্ট থেরাপিউটিক প্রোগ্রাম, (খ) মডারেট একিউট ম্যালনিউট্রিশনের জন্য টার্গেটেড সাপ্লিমেন্টারি ফিডিং প্রোগ্রাম এবং (গ) সুস্থ শিশুদের জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ সম্পূরক খাদ্য কার্যক্রম।

- অগ্নিকান্ডের ঘটনার পর যেসকল পরিবার সমন্বিত পুষ্টি কেন্দ্রে গিয়েছে সেই পরিবারগুলো থেকে পাঁচ বছরের কম বয়সী মোট ৬০৫ টি ছেলে ও ৬০৪ টি মেয়েকে কমিউনিটিগুলোতে এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী ৪০২ টি ছেলে ও ৩৭৯ টি মেয়েকে অস্থায়ী সমন্বিত পুষ্টি কেন্দ্রে অপুষ্টি শনাক্তকরণের পরীক্ষা করা হয়। যাদেরকে পরীক্ষা করা হয় তাদের মধ্যে ৮ টি ছেলে ও ১৬ টি মেয়ের সিভিয়ার একিউট ম্যালনিউট্রিশন এবং ২৯ টি ছেলে ও ৪৫ টি মেয়ের মডারেট একিউট ম্যালনিউট্রিশন রয়েছে বলে জানা যায়। তাদেরকে পুষ্টি চিকিৎসা কার্যক্রমে সংযুক্ত করা হয়েছে।

- একই সাথে সমন্বিত পুষ্টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শৈশবকালীন যত্ন ও বিকাশ এবং মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সেবা চালু করা হচ্ছে। শৈশবকালীন যত্ন ও বিকাশ কার্যক্রমে মোট ২৪৩ টি ছেলে ও ২২২ টি মেয়ে রয়েছে এবং মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহযোগিতা কার্যক্রমে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ২৮ জন মা সংযুক্ত রয়েছেন।

- অগ্নিকান্ডের ঘটনার পর সমন্বিত পুষ্টি কেন্দ্রে যাওয়া পাঁচ বছরের কম বয়সী ৭০৭ টি শিশুকে অপুষ্টি প্রতিরোধে একটি জরুরি পদক্ষেপ হিসাবে দুই দিনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপদ বোতলের পানি দেওয়া হয়।

- পরিপূরক খাদ্য তৈরির বিশেষ রান্নাঘর ৬-২৩ মাস বয়সী ২৮০ টি ছেলে ও ২৪৪ টি মেয়ে এবং ২৪-৫৯ মাস বয়সী ৩১৩ টি ছেলে ও ৩৩৩ টি মেয়ের জন্য খাবারের যোগান দিচ্ছে। পরিপূরক খাদ্য (গরম খাবার) শিশুদের জন্য খাদ্য কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ছবি: পরিপূরক খাদ্য তৈরির রান্নাঘরে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শিশুদেরকে গরম খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। © শেড/জেড. রহমান/ মার্চ ২০২১

- সেই সাথে মডারেট একিউট ম্যালনিউট্রিশন থাকা ২০৮ জন গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মাকে আরোগ্যকারী/অধিক পুষ্টিগুনসম্পন্ন গরম খাবার দেওয়া হচ্ছে। এই আরোগ্যকারী/অধিক পুষ্টিগুনসম্পন্ন গরম খাবার সাধারণ খাদ্য বিতরণ কর্মসূচীর সময় দেওয়া গরম খাবার থেকে আলাদা, কারণ এতে মডারেট একিউট ম্যালনিউট্রিশন থাকা গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য প্রয়োজনীয় অধিক পুষ্টিগুণ থাকে।

কমিউনিকেশন উইথ কমিউনিটি ওয়ার্কিং গ্রুপ

ডব্লিউজি সমন্বয়ক: মোঃ মাহবুবুর রহমান
cxb.cwcwg@gmail.com

- রোহিঙ্গা শরণার্থী সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিতরণে সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা করে আসছিল এমন অনেক শরণার্থী স্বেচ্ছাসেবী অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসকল স্বেচ্ছাসেবীরা অগ্নিকান্ডের ঘটনায় সাড়াদানের জন্য আরও ব্যাপক কর্মসূচী শুরু করার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সংহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই কর্মসূচীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে অস্থায়ী আশ্রয়ণ নির্মাণ এবং ওয়াশ অবকাঠামো মেরামত ও পুনরায় স্থাপন করা।

- ক্যাম্প#৮পূর্ব ও ক্যাম্প#৯-এ মোট চারটি তথ্য সেবা কেন্দ্র, যাকে ইনফোহাবও বলা হয়, ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

- অংশীদাররা বেতার কেন্দ্র থেকে একটি জরুরি রেডিও বুলেটিন সম্প্রচার করে।

- যেসকল অংশীদাররা বৃহত্তর সাহায্য প্রদানকারী সম্প্রদায়ের সাথে সম্মিলিতভাবে জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ নিয়ে কাজ করছে তারা জরুরি সমস্যাগুলোর বিষয়ে চাহিদা-ভিত্তিক বার্তা তৈরি করেছে। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এসকল বার্তার মধ্যে রয়েছে সাধারণ নিরাপত্তা, সহায়তা ও সাড়াদান, একই পরিবারের পিতা-মাতা ও শিশুদেরকে একত্রিতকরণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, অগ্নি নিরাপত্তা ও পুড়ে যাওয়া জায়গার ব্যবস্থাপনা, অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা নিরাপদে পরিষ্কার করা, খাদ্য সহায়তা ও হারিয়ে ফেলা কাগজপত্র (নিবন্ধন বা খাদ্য সহায়তার কাগজ) প্রাপ্তি এবং যৌন নির্যাতন ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষা (পিএসইএ) বিষয়ক বার্তা।

- এসকল গুরুত্বপূর্ণ বার্তার উপর ভিত্তি করে নয়টি অডিও বার্তা ও জনসেবামূলক ঘোষণা (পিএসএ) তৈরি করা হয়। এগুলো বর্তমানে অন্যান্য উপায়ের পাশাপাশি ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স (আইভিআর) সিস্টেম, বেতার সম্প্রচার, মাইক, মেগাফোন, মুখোমুখি আলাপচারিতা সহ বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পৃক্তকরণ চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। বিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট ও চাহিদা অনুসারে আরও বার্তা ও যোগাযোগের উপকরণ তৈরি করা হচ্ছে।

- কমিউনিটির ফিডব্যাক সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে অগ্নিকান্ডের ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পগুলোতে অস্থায়ী তথ্য ও ফিডব্যাক ডেস্ক স্থাপন করা হয়।

ছবি: রোহিঙ্গা শরণার্থীরা ক্যাম্প#৯-এর অস্থায়ী ইনফোহাবে জীবন-রক্ষাকারী তথ্য জেনে নিচ্ছে © ইউনিসেফ-বিআইটিএ/ মার্চ ২০২১

- জীবন-রক্ষাকারী তথ্য প্রচারের জন্য জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ নিয়ে কাজ করা সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাগুলো ধর্মীয় নেতা, কমিউনিটি-ভিত্তিক সংস্থা এবং সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়োজিত করেছে।

- একটি স্ট্যান্ডার্ড টুলের মাধ্যমে এবং বর্তমানে প্রচলিত গুজব ও যাচাই না করা তথ্য বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে গুজব ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের গতিবিধি অনুসরণ করা হচ্ছে।

- অগ্নিকান্ডের ঘটনায় সাড়াদানের পাশাপাশি জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগে বিশেষায়িত সংস্থাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া ক্যাম্প ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে অগ্নিকান্ড প্রতিরোধ ও প্রস্তুতি বিষয়ক একটি ক্যাম্পেইন চালু করেছে।

লজিস্টিক্স সেক্টর

সেক্টর সমন্বয়ক: তানিয়া রিগ্যান
tania.regan@wfp.org

- সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাগুলো সাড়াদানের কাজে একটি লাইট টাওয়ার, অ্যাব্লিউশন ইউনিট, পূর্বনির্মিত ভবন, জেনারেটর ও একটি মোবাইল স্টোরেজ ইউনিটসহ আটটি জিনিষ ব্যবহার করছে।
- লজিস্টিক্স অংশীদাররা ৫২ টি ট্রাকে করে ৪৬৭ ঘনমিটার (১৪৪ মেট্রিক টন) ত্রাণ সহায়তা ক্যাম্পগুলোতে পৌঁছে দিয়েছে।
- মধুছড়া ও বালুখালি লজিস্টিক্স হাব সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাগুলোর জরুরি অনুরোধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
- মধুছড়া লজিস্টিক্স হাবে প্রশিক্ষিত শ্রমিক ও একটি ট্রাক (৩ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার) প্রস্তুত রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনাক্রমে কোনো স্টোরেজ ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেলে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে একটি নতুন মোবাইল স্টোরেজ ইউনিট স্থাপন করা যাবে।
- ক্যাম্পগুলোতে পৌঁছানোর জন্য মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলো যেসকল সড়ক ব্যবহার করে সেগুলোর সমস্যা শনাক্ত করতে একটি দ্রুত মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এই মূল্যায়ন কার্যক্রমের ফলাফলে দেখা যায় যে চলাচলকারী যানবাহনের সংখ্যা এখনও স্বাভাবিক, তবে ক্যাম্পমুখী যানবাহনের আধিক্যের কারণে মাঝেমধ্যে আর্মি ও লাম্বাশিয়া সড়কে যানজট দেখা যায়।
- Log IE (Physical Access Constraints) সাইটে ট্রাফিক ও ক্যাম্পগুলোতে প্রবেশ হালনাগাদ হচ্ছে।
- লজিস্টিক্স নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার চলমান কার্যক্রম, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং বর্তমানে থাকা স্টোরেজ ও পরিবহন সক্ষমতা সম্পর্কিত লজিস্টিক্স তথ্য সংগ্রহ, একীভূতকরণ ও শেয়ার করা অব্যাহত রেখেছে।

মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে জেন্ডার ওয়ার্কিং গ্রুপ (জিআইএইচএ)

সহ-সভাপতিবৃন্দ: মারিয়া টেরেসা ডাইকো-ইয়ং
maria.young@unwomen.org
ক্রিস্টিন ফ্রিইস লস্টসেন
laustsen@unhcr.org

- অগ্নিকান্ডের জেন্ডার-নির্দিষ্ট প্রভাবের উপর আলোকপাত করতে একটি জেন্ডার সতর্কতা তৈরি করা হয়েছে। এই সতর্কতায় জেন্ডার-প্রতিক্রিয়াশীল মানবিক কার্যক্রমের কথা বলা হয়, যার কেন্দ্রে রয়েছে নারী, কন্যাশিশু, পুরুষ ও ছেলেদের চাহিদা ও মর্যাদা। এতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় সাড়াদানে সম্পৃক্ত সকল অংশীদারদের জন্য বেশকিছু পরামর্শ রয়েছে।
- অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ক্যাম্পগুলোতে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলো সাড়াদানে নারী ও পুরুষ স্বেচ্ছাসেবীরা খাদ্য ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, নারীদের পরিচয় নিশ্চিত করা ও সহায়তা পাওয়ায় সাহায্য করা, যাদের প্রয়োজন তাদেরকে চিকিৎসা সেবা পেতে সাহায্য করা এবং বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদেরকে তথ্য সহায়তা প্রদান করা সহ অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করা অব্যাহত রেখেছে।
- ছয় জন জেন্ডার ফোকাল কর্মকর্তা স্বেচ্ছাসেবীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। সেই সাথে তাঁরা সিআইসি কার্যালয় ও অন্যান্য সেক্টরের সাথে সমন্বয় সাধন করছে এবং চলমান চাহিদা মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য জেন্ডার চাহিদা শনাক্ত করছে। তাঁরা নারী, গর্ভবতী নারী ও বিধবা মায়েদের সাথে সেবা প্রদানকারীদের সংযোগ স্থাপনের কাজও করছে।
- অগ্নিকান্ডের ঘটনায় জেন্ডার বিষয়ক প্রভাব তুলে ধরার জন্য একটি দ্রুত জেন্ডার বিশ্লেষণ চলমান রয়েছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর সাড়াদান এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয়।

চ্যালেঞ্জ

- অগ্নিকান্ডের ঘটনায় সাড়াদানে সম্পৃক্ত হওয়া সংস্থার সংখ্যা বাড়তে থাকায় নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ও কার্যকরভাবে ত্রাণ সহায়তা দিতে একটি সমন্বিত পদ্ধতি জরুরি। গত সপ্তাহে কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে কিছু বেসরকারি সংস্থা সেক্টরসমূহের সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই পূর্বনির্ধারিত সমন্বয় পদ্ধতি না মেনে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যার ফলে একই ব্যক্তি একাধিক বার ত্রাণ পেয়েছে যা ত্রাণ সরবরাহের মানসম্পন্ন পদ্ধতি নয়। এসকল সমস্যা এড়াতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় সাড়াদানে সম্পৃক্ত সকল সংস্থাকে সেক্টর সমন্বয় পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমে সমন্বয় নিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

- অনবরত গুজব এবং/অথবা বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের খবর পাওয়া যাচ্ছে, যা রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনা ও অবিশ্বাস তৈরি করছে। এই উত্তেজনা বেড়ে গেলে তা মাঠপর্যায়ে ত্রাণ বিতরণে প্রভাব ফেলতে পারে।

- দুর্বল মোবাইল নেটওয়ার্ক কভারেজের কারণে স্বচ্ছন্দ যোগাযোগ ও ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয় ব্যাহত হচ্ছে। এখানে বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, মোবাইল টিমের মাধ্যমে অনেক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- অগ্নিকান্ডের ঘটনায় সাড়াদান যখন চলমান রয়েছে তখন দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ কেসের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কিন্তু, মাস্ক পরা ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার মত কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো কঠোরভাবে মেনে চলা ক্যাম্পগুলোর সেবা প্রদানকারী সহ অন্যান্যদের মধ্যেও দেখা যায়নি। জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে কর্তৃপক্ষ প্রবেশাধিকার সীমিত করা সহ আরও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলে হ্রাসকৃত সেবার প্রভাব বিবেচনায় তা জনস্বাস্থ্যে কতটুকু অবদান রাখবে সেই বিষয়টি সতর্কতার সাথে ভেবে দেখতে হবে।

- আগেই বলা হয়েছে যে অনেক শরণার্থী স্বেচ্ছাসেবী অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা আশ্রয় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্র হারিয়েছে। এসকল শরণার্থীরা দিনের বেলায় ত্রাণ বিতরণের কাজে ব্যস্ত থাকে, যে কারণে তারা নিজেদের পরিবারকে সহযোগিতা করার জন্য খুব কম সময় পায়। শরণার্থী স্বেচ্ছাসেবীরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করা অব্যাহত রাখতে পারে সেজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা দরকার।

- যৌথ সাড়াদান কর্তৃপক্ষের করা চাহিদা মূল্যায়নে এখন পর্যন্ত অগ্নিকান্ডের ঘটনার পর জরুরি চাহিদার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক চাহিদা সহ অন্যান্য চাহিদা আরও সময় যাওয়ার পর পরিষ্কার হবে; বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহযোগিতা বিষয়ক চাহিদা। এসকল চাহিদাগুলোকে কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে বিবেচনা করবে এবং পরিকল্পনা ও সংস্থান বরাদ্দেও এগুলো বিবেচনায় রাখবে।

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:
পিটার কার্ন, আইএসসিজি, coord.head@iscgcxb.org , +88(0) 18 70718066
সাইয়্যেদ মো. তাফহীম, আইএসসিজি, communications2@iscgcxb.org, +88(0)1850018235